63 বাংলাদেশে পল্লী গ্রন্থাগার ঃ শেরপুর উপজেলার একটি সমীক্ষা

(প্রকাশকালঃ জুন, ১৯৯২)

ক) গবেষক পরিচিতি

১. মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, গ্রন্থাগারিক
এম.এ (লাইব্রেরী বিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) সমীক্ষার উদ্দেশ্য

এই সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ ঃ

১. শেরপুর উপজেলার গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা পরখ করে সমস্যাবলী সনাক্ত করা এবং উহাদের সম্ভাব্য সমাধানগুলি খুঁজে বের করা;

২. গ্রন্থাগার সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মৌলিক পদ্ধতিগুলি আলোকপাত করা; এবং

৩. সমীক্ষাভুক্ত গ্রন্থাগারগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতিপয় সুপারিশমালা উপস্থাপন করা।

গ) ভুমিকা

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আশিভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রাম উন্নয়নের উপরেই দেশের সার্বিক উন্নতি নির্ভরশীল। এ কারণেই দেশের বড় বড় জ্ঞানীগুণী ও চিন্তাবিদগণ গ্রামের উন্নতি সাধনের জন্য তৎপর। অপরদিকে সরকার পল্লী উন্নয়নের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে চলেছেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার পল্লীর মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন।

যে কোন দেশ বা সমাজের প্রধান সম্পদ মানুষ - শিক্ষিত মানুষ। নিরক্ষর এবং অদক্ষ মানুষ সমাজের বা দেশের সম্পদ হতে পারে না বরং বোঝা। এই নিরক্ষরতা বা অশিক্ষাই পল্লী উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। সুতরাং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পল্লীর মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা আজকের দিনে সব চাইতে বড় প্রয়োজন।

শিক্ষা বিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় যদি না উহাদের সংগে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। এতে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীগণ উন্মুক্ত পরিবেশে জ্ঞান অর্জন করে যোগ্য নাগরিক হওয়ার সুযোগ পায় অন্যদিকে তেমনি শিক্ষকসমাজ ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটাতে পারে এবং অধিকতর ভাল শিক্ষা দিতে পারে। উন্নত দেশসমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার রয়েছে এবং সেগুলি যথাযথভাবে চালু রয়েছে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী স্বাধীনভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পায়। আমাদের দেশেও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রন্থাগার রয়েছে কিন্তু সেগুলি নামে মাত্র আছে; বাস্তব কার্যক্রম নেই বললেই চলে।

গ্রন্থাগার সর্বস্তরের মানুষের জন্যই প্রয়োজন। যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নয় যেমন-কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি তথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন রয়েছে। এই জাতীয় গ্রন্থাগারকে সাধারণ গ্রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরী বলা হয়। এখানে সমাজের বিভিন্ন পেশার লোক তাদের নিজ নিজ পেশার সাথে সম্পৃক্ত বই-পত্র পাঠ করে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। গ্রন্থাগার হচ্ছে সর্বকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষণ ও বিতরণ কেন্দ্র। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং উহাদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক বইটি সঠিক পাঠকের হাতে তুলে দেয়া।

বাংলাদেশের গ্রামঞ্চলে সাধারণতঃ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, উপজেলা অফিস এবং কোথাও কোথাও ক্লাব বা সমিতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট গ্রন্থাগার দেখা যায়।

কিন্তু এ সমস্ত গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা নেই। শতকরা নব্বই ভাগ পল্লী গ্রন্থাগারে পেশাগত গ্রন্থাগারিক নেই, পৃথক ঘর নেই, আসবাবপত্র নেই ফলে এ সকল গ্রন্থাগার সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। পল্লীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারগুলি যদি যথাযথভাবে সংগঠিত করা যায় এবং নিয়োমিত রিডার্স সার্ভিসের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে সন্দেহ নেই। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গবেষণাটি হাতে নেয়া হয়েছে।

ঘ) উপসংহার

এই প্রতিবেদনে সমীক্ষাধীন গ্রন্থাগার সমূহের মৌলিক সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত এবং কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যেগুলি আলোচিত হয়নি। কারণ মৌলিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠাই আজ প্রধান সমস্যা। এগুলির সমাধান অন্যান্য সমস্যার সমাধান সহজতর করবে। জ্ঞানের সীমাহীন বিস্তৃতি ঘটানোর জন্য গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র গন্থাগার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে একদিকে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিকে সচল ও জীবন্ত করে তুলতে হবে। অপরদিকে উপযুক্ত পরিবেশে নতুন নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ পদক্ষেপ গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বরং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকেই এ মহৎ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সেই সংগে জনগণের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে। এছাড়া পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপক কর্মসূচী অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। এই পদক্ষেপ হবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ।